গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	২৭ মার্চ, ২০২৪, সকাল ১১.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদের অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারের সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা জনাব মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতি নিম্নরুপ:

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ	ঘোষণার সময়কাল	বাস্তবায়ন সময়কাল	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন	০৯-০৪-২০১১	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
২.	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন	০৯-০৪-২০১১	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৩.	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প)	২১-০৭-২০১০	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	বর্তমানে রাজস্বখাত হতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৪.	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগীর হ্যাচারি স্থাপন	০৩-০৫-২০১০	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৫.	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	২৭-০৪-২০১০	১৬/০৯/২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে
৬.	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	৩০-০৭-২০০৯	২০১২-১৩ অর্থবছরে হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে নিম্নরূপ নির্দেশনাসমূহ প্রদান করেন, যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	এসডিজি ম্যাপিং অনুযায়ী লিড, কো-লিড ও এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রা/সূচকসমূহের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার অংশগ্রহণে প্রশাসন-৩ অধিশাখার উদ্যোগে সুবিধাজনক সময়ে SDG বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।	সকল দপ্তর/ সংস্থার অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থা
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: ক. প্রকল্প প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। খ. হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে জলমহাল নীতিমালা, ২০০৯ অনুসারে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	ক) পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) হাওর অঞ্চলে মৎস্য চাষের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়-এর সাথে সমন্বয় অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর প্রায় ৫০টিরও অধিক দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে সৌদি আরব উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৩৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে Wild Catch মৎস্য পণ্য রপ্তানির জন্য SFDA (Saudi Food and Drug Authority) কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে মৎস্যপণ্য রপ্তানি করছে। • ফিশ ফিলেট ও অন্যান্য ভ্যালু এ্যাডেড ফিশ প্রোডাক্ট রপ্তানি অধিকতর বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহকে ফিশ প্রসেসিং এর মাধ্যমে ফিশ ফিলেট ও অন্যান্য ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করে রপ্তানি করার পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • BTF (Bangladesh Trade Facilitation) প্রকল্পের সহযোগিতায় বাংলাদেশে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ চলমান আছে।	ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। খ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা</th><th>আলোচনা</th><th>গৃহিত সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৪.</td><td>বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে উঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব।</td><td>মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে:
● মৎস্য অধিদপ্তর হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে আমদানিকারক দেশের মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চাহিদা ও অন্যান্য কম্প্লায়েন্স বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
● রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট প্রস্তুতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট রপ্তানিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।<hr>বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি):
বেসরকারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১২ (বার) জন এবং ০৮ (আট) জন রপ্তানিকারক/ ব্যবসায়ীকে রপ্তানিযোগ্য মাছের সংরক্ষণ ও হিমায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
● এছাড়াও বর্তমানে বর্ণিত কেন্দ্র ০২টি'র সংরক্ষণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৪৫০ টন ও ১০০ টন এবং হিমায়ন ক্ষমতা দৈনিক ৮ টন ও ৬ টন। অধিক সংখ্যক বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
● ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক ৪৭১৪৩ মেঃ টন (ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত) মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।<hr>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে:
● ২০২৩-২৪ অর্থবছরেরে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে তত্ত্বাবধানে ৮১.৭৯ কোটি টাকার প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে।
● প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি সহজতর করতে এবং বেসরকারি রপ্তানিকারকগণকে আগ্রহী করতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন ট্রেড উইং এবং USDA (United States Department of Agriculture) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন BTF (Bangladesh Trade Facilitation) প্রকল্পের আওতায় রপ্তানি ইস্যুতে complience অর্জনের কার্যক্রম চলমান আছে। রপ্তানিপণ্যসমূহের উৎপাদনস্তরে GLPP (Good Livestock Production Practice) প্রণয়ন করা হয়েছে। Epidemiology Unit এর মাধ্যমে Disease Surveillence কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনসমূহ, কেন্দ্রিয় এবং আঞ্চলিক ল্যাবসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের কাজ চলমান। এছাড়া, Disease Reporting Systerm এর Automotion এর কাজ চলমান।</td><td>ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
খ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা আহবান করে অগ্রগতি জানাতে হবে।
গ) প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
</table>

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৫.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: ক) কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে গবাদিপশুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে উচ্চ জেনেটিক মেরিট সম্পন্ন প্রায় ২০৪ টি ব্রিডিং বুল রয়েছে। এ সকল বুলের সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করানোর উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি /২০২৪ মাস পর্যন্ত মোট ৩.১৩ লক্ষ ডোজ তরল এবং ২৬.২৩ লক্ষ ডোজ হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের মাধমে ২৩.৫০ লক্ষ কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সময়ে ১০.৬৪ লক্ষ বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। • এছাড়া, গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নে অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন" (৩য় পর্যায়) ও "মহিষ উন্নয়ন" (২য় পর্যায়) নামে দুটি প্রকল্প চলমান আছে। • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের "সমন্বিত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রডিউসার গ্রুপসমূহ এবং ব্যাক্তি উদ্যোক্তা পর্যায়ে Value added পণ্য তৈরী ও বাজারজাতকরণে ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদান করা হচ্ছে। • "দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুভেন বুল তৈরী" প্রকল্পটি পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠনের কাজ চলমান আছে। • "মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পে"র যাচাই সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পূনর্গঠনের কাজ চলমান। খ) NTRC কমিটির সভা গত ২১/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর NTRC কমিটির সভার সুপারিশ, দেশী জাত সংরক্ষণ এবং জাত উন্নয়ন এর লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিএলআরআই কে এ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: ভবিষ্যতে ব্যবহারের লক্ষ্যে উন্নত কৌলিক বৈশিষ্ট্যের ষাঁড়/পাঁঠার বীজ সংগ্রহ করার নিমিত্ত সিমেন ব্যাংক তৈরী করা হচ্ছে। মহিষের ১১ টি প্রকল্প এলাকায় খামারী পর্যায়ে মোট ৪৮,৫৮০ টি মহিষ সনাক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৫০ জন করে মোট ৭৫০ মহিষ পালনকারী খামারীকে বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	ক) দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং Value added পণ্য তৈরী করতে হবে। খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর সমন্বয়ে National Technical Regulatory Committee (NTRC)-কমিটির অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গ) National Technical Regulatory Committee (NTRC)-কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
৬.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২ (দুই) টি লং লাইন পদ্ধতির জলযান (ফিশিং বোট, ফিশিং গিয়ারসহ) ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ক) ০২টি জলযান দ্রুত নিয়ে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) গৃহীত 'গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে আহরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।	• জলযান সরবরাহকারীর অনুকূলে ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়েছে। আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৪ এর মধ্যে ০২টি জলযান সরবরাহ করা হবে মর্মে জলযান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অবহিত করেছে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • "গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচায়ের জন্য IIFC (Infrastructure Investment Facilitation Company) কে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্মতি জ্ঞাপন করে ৯,৮৬.০০ লক্ষ টাকার আর্থিক প্রাক্কলনসহ একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। • পরবর্তীতে গত ১৪/০১/২০২৪ তারিখে আর্থিক প্রাক্কলন সংশোধনপূর্বক পুনরায় ১৬৭৪.৬৫ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন প্রেরণ করেছে। উক্ত আর্থিক প্রাক্কলন যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই দ্রুত শেষ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের "সমন্বিত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৫০০ টি ফার্মারস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যা সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • খামার নিবন্ধনের কার্যক্রমে এনআইডি কার্ড আবশ্যক। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ২৬১৭ টি দুগ্ধ খামারের নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	বেসরকারি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য নিবন্ধনের কার্যক্রমে এনআইডি সংযুক্ত করে খামারীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: "মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পে"র যাচাই সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান।	'মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প' এর ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: ক) "কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উন্নয়ন ও দেশীয় ভেড়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ" প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। খ) "কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উন্নয়ন ও দেশীয় ভেড়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভা অপেক্ষাধীন	ক) প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। খ) ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য প্রাণিসম্পদ	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি অনুমোদন হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম শুরু করবে। গ) BTF (Bangladesh Trade Facilitation) প্রকল্পের সহযোগিতায় বাংলাদেশে মাংস প্রক্রিয়াজাত করনে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ চলমান আছে।	অধিদপ্তর ও বিএলআরআই সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। গ) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	
১০.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পরিচালিত বর্তমানে ৩টি ভেড়ার খামার হতে আগ্রহী খামারিগণের মাঝে হ্রাসকৃত মূল্যে ভেড়া বিতরণ করা হয়ে থাকে। • মাংস রপ্তানী বৃদ্ধি ও সহজতর করতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ৪ নং ক্রমিকে বর্ণণা করা হয়েছে।	বিদেশে পিপিআর মুক্ত ভেড়ার মাংস রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০২৪ মাস পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ০.২১ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৫৩.৭৫ মে.টন কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়েছে। • গণচীনের GACC (General Administration of China Customs) কর্তৃক বাংলাদেশের ৩৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে চীনে জীবিত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করেছে। ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীনে কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি হচ্ছে। আরো ০৯টি প্রতিষ্ঠানের চীনে কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। একইসাথে কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১২.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত প্রকল্প ও কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসমূহকে "ক্ষুদ্রঋণ নির্দেশিকা ২০১১" এর আওতায় সমন্বিত করে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুনঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। • ফেব্রুয়ারি/২০২৪ খ্রি. মাসে আদায়ের পরিমান ১,৭৫,৮১৫ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।	ক্ষুদ্রঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৩.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩১/০৮/২০২১ তারিখের ৩৩৭ সংখ্যক স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করে	জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যক্রমের	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	৮,৬৪১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় প্রেরণ করা হয়। • জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৭.০১৫.০১.২০২০-২৯৮নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশত এক) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ) টি পদসহ মোট ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে যার মধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৫১৮টি উপসহকারী মৎস্য কর্মকর্তার পদ ছিল। • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৫/০১/২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০. ১২৬.২৮.০০১.১৮.২৪ সংখ্যক স্মারকমূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতির আলোকে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য মোট ১,৮৩৮টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫৪..০৫.০০২.১৭ (অংশ-১)-৪৮, তারিখ: ১৩.০২.২০২৩ মোতাবেক অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। • অর্থ বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৭/০৬/২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০. ১২৬.২৮.০০১.১৮-১৩১ সংখ্যক স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য মোট ১,৮৩৮টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য পুনরায় অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০. ১৫৪. ১৫.০০২.১৭.১৮২, তারিখ: ১৭.০৮.২০২৩ মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ৬৮ (আটষট্টি) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১০ (দশ) টি পদ সহ মোট ৭৮ (আটাত্তর) টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। গত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে:	অবকাঠামোগত উন্নয়নে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
	মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	• বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প: ০১টি ট্রেনিং সেন্টার এবং ০৪টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র • গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প: ০৩টি ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন • মানসন্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা প্রকল্প: ৭২ টি ট্রেনিং সেন্টার কাম দপ্তর (উপপরিচালকের কার্যালয় ০১ টি, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় ০১টি এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মোট ৭০ টি) • স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) : গলদা হ্যাচারী ০৬টি, প্রশিক্ষণ সেন্টার ০৪ টি • পার্বত্য জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প: হ্যাচারী নির্মাণ-০৩ টি • বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প: কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ-০১টি • বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প: ফেশ ফ্রাই এন্ড ফিংগারলিং সেল সেন্টার ০১ টি, মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র ০৪ টি • ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়): ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ ০৭ টি • ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ- II প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) : মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র ০২ টি • সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট: Fish Disease Diagnostic Lab-০৩টি, PCR Lab-০৩টি, Fish Quarantine Lab-০৩টি, Referance Quarantine Lab-০১ (নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে)।		
২.	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: (ক) গত ১৭/০৭/২০২৩ তারিখে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম টেকসইভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো বিশেষত: পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ চিংড়ি ঘেরে পরিকল্পিত পানি প্রবেশ ও নির্গমন উপযোগী করে সংস্কার/ পুন:নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য মৎস্য ও	ক) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস/মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
	চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ১১/০২/২০২৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিগত ২৮/০১/২০২০ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট বর্তমান এসএমইগুলো কী কী এবং এসএমই শিল্প ঘোষণা করার পূর্বশর্ত কী সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করে সহায়তা করার জন্য চেয়ারপার্সন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনকে ২৯/০৮/২০২২ তারিখে এবং ০৩/০৯/২০২৩ তারিখে পত্র প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে উক্ত ফাউন্ডশন হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পত্রের মাধ্যমে জানা যায়, • জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ অধ্যায়-৩ এর ৩.১ অনুযায়ী শিল্পকে উৎপাদন ও সেবা শিল্পে বিভাজন করা হয়েছে। এই নীতিমালার পরিশিষ্ট-৯ এ কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প তালিকার ১৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ'কে শিল্পের অন্তভূক্ত করা হয়েছে। আবার, এই নীতিমালার পরিশিষ্ট-২ এর ৩নং অনুচ্ছেদে **'মৎস্য শিল্প'** কে বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। • মৎস্যখাত বিশেষ করে চিংড়ি চাষ ও নারী চিংড়ি চাষীদের অনুকূলে এসএমই ফাউন্ডেশনের বর্তমান পলিসি সার্পোট: এসএমই শিল্পের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত মৎস্যখাত যেমন হিমায়িত মৎস্য, প্রক্রিয়াজাত মৎস্য, ড্রাই মৎস্য এসব ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের নীতিগত সার্পোট এর পাশাপাশি ঋণদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • তাছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষায়িত ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। চিংড়ি চাষ ও নারী চিংড়ি চাষীদের অনুকূলে এসএমই ফাউন্ডেশনের বর্তমান ঋণ বিতরণসহ প্রত্যক্ষ কোন পলিসি সার্পোট নেই; কারণ চিংড়ি চাষ ও নারী চিংড়ি চাষীদের এসএমই শিল্প ও নারী উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তবে হিমায়িত মৎস্য, প্রক্রিয়াজাত মৎস্য ইত্যাদি	খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে। গ) মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।	

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
		শিল্পের অধিকাংশ রপ্তানি মৎস্যখাত বিশেষ করে চিংড়ি খাত হওয়ায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রমসহ বাজার সৃষ্টি, রপ্তানি সহজীকরণ (যেমন: ভ্যাট/ ট্যাক্স সম্পর্কিত বাধা দূরীকরণে নীতিগত প্রস্তাবনার প্রচার) ও রপ্তানি মৎস্য খাতের বৈচিত্র্যকরণ, মানসম্মত প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে মৎস্য সম্পর্কিত এসএমই এর অনুকূলে ফাউন্ডেশন কাজ করে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ১১/০২/২০২৪ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় উপকূলীয় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫৪ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ডের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পাইলটিং করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটির আওতায় মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে AFM (Design to the Access to Finance Mechanism) প্রস্তুত এবং মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। উক্ত পাইলটিং সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হলে মৎস্য সেক্টরে ঋণ সহায়তা এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হবে।		
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, NRCP (National Residue Control Plan)-এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাহিদার প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণার্থে ২০০৮ সাল হতে NRCP (National Residue Control Plan) অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে আনুপাতিক হারে NRCP'র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। • মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল বেতনের সমপরিমান ঝুঁকিভাতা/প্রণোদনা অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র নং-৮৪৬ তারিখ: ১২/০৮/২০১৫ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের প্রবিধি-৩ অধিশাখা হতে ০১/০২/২০১৬	• National Residue Control Plan (NRCP)-এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্যসূচি</th><th>আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ</th><th>মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>তারিখের ১০ নং স্মারকের পত্রে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।</td><td>মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে:
(ক) 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পে হালদা নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. অভয়াশ্রম পাহারার জন্য ৪০ জন পাহারাদার নিয়োগের সংস্থান রয়েছে।
'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্হাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন খাতে ১২০.৯৬ লক্ষ টাকার সংস্হান রয়েছে।
(খ) বিগত ৫ বছরে হালদা নদী থেকে সংগৃহীত ডিম হতে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ-
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>সাল</th><th>পরিমাণ (কেজি</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২০২২-২০২৩</td><td>৪৩৬.৯৩</td></tr>
<tr><td>২</td><td>২০২১-২০২২</td><td>১২৯.১০</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>২০২০-২০২১</td><td>১০৬.০০</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>২০১৯-২০২০</td><td>৩৯৮.২২</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>২০১৮-২০১৯</td><td>১৯১.২০</td></tr>
</table>
(গ) বিগত ৫ বছরে হালদা নদীতে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা-
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>সাল</th><th>অভিযানের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২০২২-২০২৩</td><td>৩৮টি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>২০২১-২০২২</td><td>৪২টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>২০২০-২০২১</td><td>৪১টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>২০১৯-২০২০</td><td>৬৮টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>২০১৮-২০১৯</td><td>৫২টি</td></tr>
</table>
বিগত ৫ বছরে হালদা নদীতে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা-
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>সাল</th><th>মোবাইল কোর্টের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২০২২-২০২৩</td><td>২৪টি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>২০২১-২০২২</td><td>২৮টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>২০২০-২০২১</td><td>২৭টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>২০১৯-২০২০</td><td>২৫টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>২০১৮-২০১৯</td><td>৩১টি</td></tr>
</table>
</td><td>(ক) রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(খ) প্রতি বছর হালদা নদীতে ডিম হতে কি পরিমান মাছের রেনু উৎপাদিত হয়েছে, সাল ভিত্তিক তথ্য প্রেরণ করতে হবে।
(গ) হালদা নদীতে কতটি অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে তার তথ্য প্রেরণ করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর</td></tr>
</table>

৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা আলাদা করে সভা আহবান করে অগ্রগতি জানাতে হবে। বাস্তবায়নে: দপ্তর/সংস্থা প্রধান।

৭। নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে:

১.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিতকরণ;
২.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি;
৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা;
৪.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রদর্শনী চাষকরণ;
৫.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ;
৬.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজকরণ;
৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন;
৮.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা;
৯.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা;
১০.	দেশের জেলা শহরের পুকুর/ জলাশয়গুলো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের শর্তাবলী প্রতিপালনসহ একটি যথাযথ দলিল প্রণয়ন করে স্বল্প মেয়াদে যথোপযুক্ত শর্ত আরোপসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় লিজ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলা;
১১.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নিদির্ষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করা;
১২.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখা;
১৩.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করা;
১৪.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করা;
১৫.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন'';
১৬.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
১৭.	মৎস্য খাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ;
১৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান;
১৯.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করন;
২০.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহিত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।

৮। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/৬/২০১৪

(মোহাং সেলিম উদ্দিন)
সচিব